ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৩০২৭

আগরতলা, ২৮ নভেম্বর, ২০১৮

রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের যে সকল পরিবার প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় এখনও গ্যাস সংযোগ পায়নি তাদের রান্নার গ্যাস সংযোগের আওতায় আনতে হবে। রান্নার জন্য কাউকে যেন কেরোসিন ব্যবহার করতে না হয়। আজ সচিবালয়ের ১নং হলে খাদ্য, জনসংভরন ও ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষা বিষয়ক দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথাগুলো বলেন। তিনি আরও বলেন বর্তমানে রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ কাজ করছে। একে কাজে লাগাতে হবে। নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোগীদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার ঋণ দিয়ে তাদের সাহায্য করবে। এরফলে রাজ্যে কর্মসংস্থানও হবে।

পর্যালোচনা সভার শুরুতে দপ্তরের অধিকর্তা ড. দেবাশিষ বসু বলেন, রাজ্যের সমস্ত খাদ্য গুদাম থেকে শুরু করে রেশনশপ পর্যন্ত অনলাইনের আওতায় আনা হয়েছে। ১০০ শতাংশ রেশনকার্ডের সাথে আধার লিঙ্ক করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাই প্রথম এই অনলাইন করণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। অনলাইন করার পর এখন পর্যন্ত ৬২,৩৪০টি ভূয়ো রেশনকার্ড পাওয়া গেছে। যার মধ্যে ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৭৬ জনের নাম নথীভূক্ত ছিল। রাজ্যে রেলের ব্রডগেজ লাইন আসার পূর্বে ৪ মাসের জন্য খাদ্য মজুত রাখা হত। এখন ৩ মাসের জন্য রাখা হয়। উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৭৫ শতাংশ পরিবার এসেছে।

তিনি বলেন, রাজ্যে এখন ৯ লক্ষ ২ হাজার ৪৯৯টি রেশন কার্ড রয়েছে। রেশন শপ আছে ১৮০৬টি। অন্তোদয় অন্নপূর্ণা যোজনা, প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড এবং এ পি এল ভুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে প্রতিমাসে ১৯,৩৬৯ মেট্রিকটন চাল, প্রতিমাসে এ পি এল ভুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ৩১২২.২০ মেট্রিকটন আটা, অন্তোদয় অন্নপূর্ণা যোজনায় ১০৯.১৪ মেট্রিকটন চিনি এবং রাজ্যের সকল কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে প্রতিমাসে ২৪৪৮ কিলো লিটার কেরোসিন তেল দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও অন্যান্য ওয়েলফেয়ার স্কিমেও ২১৭১.৭ মেট্রিকটন চাল দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, আগামী জানুয়ারী মাস থেকে রেশন সপে মুসুরি ডাল দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ডালের দাম পড়বে প্রায় ৪০ টাকা। এর জন্য প্রতিবছর প্রায় ২৬,৬০০ মেট্রিকটন ডাল মধ্যপ্রদেশ থেকে কিনতে হবে। এর জন্য ব্যয় হবে প্রায় ২৭ কোটি টাকা।

তিনি আরও বলেন, এখন কেবলমাত্র অন্তোদয় যোজনায় অন্তর্ভুক্ত ১ লক্ষ ৯ হাজার পরিবারকে ১ কেজি করে চিনি দেওয়া হচ্ছে। তিনি সভায় আরও জানান, বোধজংনগরে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিকটন ক্ষমতা সম্পন্ন বটলিং প্ল্যান্টের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। তাছাড়া, আগামী ২ বছরের মধ্যে সেকেরকোটে ৩০ হাজার কিলোলিটার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পেট্রোলিয়াম ডিপোও খোলা হবে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া বন্দর থেকে বাংলাদেশের মংলা বন্দর হয়ে বিশালগড়ে গ্যাস বটলিং সেন্টারে সরাসরি গ্যাসের বুলেট আসবে। এদিনের পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, চিফ সেক্রেটারী এল কে গুপ্তা, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী কুমার অলক, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব টি কে চাকমা।

*****